বিদ‘আত ও এর মন্দ প্রভাব

বিভাগ/অধ্যায়ঃ মাকামে ইব্রাহীম ও ক্বাবা শরীফের দেওয়াল বা কাপড়ে মুছা জায়েয নেই

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

প্রশ্ন: কিছু লোককে দেখেছি মাকামে ইব্রাহীমকে সম্মান করে এবং বরকত হাসিলের জন্য তা স্পর্শ করে, এমনিভাবে কা‘বা শরীফকেও স্পর্শ করে থাকে, তা করার হুকুম কি? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর: মাকামে ইব্রাহীম, ক্বাবা শরীফের দেওয়াল বা কাপড়ে মুছা, এ সবই না জায়েয, শরিয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেননি। বরং তিনি হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করেছেন, তা স্পর্শ করেছেন এবং ভিতর থেকে ক্বাবার দেওয়াল স্পর্শ করেছেন। তিনি যখন ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন তখন ভিতর থেকে ক্বাবার দেওয়ালে বুক এবং গাল লাগিয়েছেন এবং এক কর্ণারে তাকবীর দিয়েছেন ও দো‘আ করেছেন। আর বাহির থেকে তিনি তা কখনো করেছেন বলে কিছু সাব্যস্ত নেই। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি মুলতাযাম (ক্বাবা ঘরের দরজার চৌকাট) ধরেছিলেন, এর সনদ দুর্বল, প্রকৃত পক্ষে কিছু সাহাবা এ রকম করেছিলেন, কাজেই কেউ যদি তা করে ফেলে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। আর মুলতাযাম ধরাতেও অসুবিধা নেই। আর হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা সুন্নাত।

ক্বাবার কাপড় বা দেওয়ালে মুছা বা লেগে থাকা উচিৎ নয়, কারণ এর কোনটিরই যেমনি কোনো ভিত্তি নেই তেমনি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বা কোনো সাহাবী থেকে সাব্যস্তও নেই, পরবর্তীতে মানুষ তা তৈরী করেছে, বিধায় তা বিদ‘আত।

ক্বাবা শরীফের নিকট কোনো কিছু চাওয়া বা দো‘আ করা অথবা এর দ্বারা বরকত হাসিল করা বড় শির্ক, কারণ এতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করা হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি ক্বাবার নিকট রোগমুক্তি চাইবে অথবা রোগ ভালো হওয়ার আশায় মাকামে ইব্রাহীমে মুছবে সে বড় শির্কে পতিত হবে।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=11056

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন